৫

পবিত্র আত্মা কে?

প্রশ্ন এই নয় যে, পবিত্র আত্মা কি? বরং প্রশ্ন হল পবিত্র আত্মা কে? এটাই প্রশ্ন, কারণ পবিত্র আত্মা হল সত্তা, একজন ব্যক্তি যাহার ব্যক্তিত্ব আছে, ঈশ্বরত্বের তৃতীয় ব্যক্তি। তিনি একটি শক্তির চেয়েও বেশী কিছু; তিনি হলেন জীবন্ত স্বর্গীয় ব্যক্তি।

তিনি ব্যক্তি স্বরূপ

বাইবেলের সকল তথ্য এটাই নির্দেশ করে যে, পবিত্র আত্মা হলেন ঐশ্বরিক ব্যক্তি। পিতা এবং পুত্র যেমন তেমনি তাহারও ব্যক্তি সত্তা আছে।

তাহার ব্যক্তি স্বরূপ গুণাবলী আছে

পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্ব প্রমাণ করে যে, তিনি শুধু মাত্র একটি শক্তি নন– জীবন্ত ব্যক্তি এবং একজন একক ব্যক্তি।

১। **তাহার বিচার বুদ্ধি আছেঃ** "কারণ পবিত্র আত্মার এবং আমাদের ইহা বিহিত বোধ হইল" (প্রেরিত ১৫:২৮এ)।

২। **তাহার মন আছেঃ** "আর যিনি হৃদয় সকলের অনুসন্ধান করেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কি" (রোমীয় ৮:২৭এ)।

৩। **তাহার ইচ্ছা আছেঃ** "কিন্তু এই সকল কর্ম সেই একমাত্র আত্মা সাধন করেন; তিনি সবিশেষ বিভাগ করিয়া যাহাকে যাহা দিতে বাসনা করেন, তাহাকে তাহা দেন" (১করি ১২:১১)।

৪। **তাহার জ্ঞান আছেঃ** "ঈশ্বরের বিষয়গুলি কেহ জানে না, কেবল ঈশ্বরের

আত্মা জানেন" (১করি ২:১১বি)।

৫। **তাহার ভাবাবেগ আছেঃ** "আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিমিত্ত এবং ঈশ্বরের আত্মার প্রেমের নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে বিনতি করি, তোমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের নিমিত্ত প্রার্থনা দ্বারা আমার সহিত প্রাণপণ কর" (রোমীয় ১৫:৩০); "আর ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করিও না, যাঁহার দ্বারা তোমরা মুক্তির দিনের অপেক্ষায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ" (ইফি ৪:৩০); আর তোমরা বহু ক্লেশের মধ্যে পবিত্র আত্মার আনন্দে সেই বাক্য গ্রহণ করিয়া আমাদের এবং প্রভুরও অনুকারী হইয়াছ" (১থিষ ১:৬)।

আসল কথা হল এই যে, পবিত্র আত্মার ঐ সকল বৈশিষ্ট্য তাহার সম্পর্কে প্রকাশ করে যে, তিনি একজন ব্যক্তি।

তিনি ব্যক্তির ন্যায় সকল করনীয় কর্ম করেন

শুধুমাত্র একটি শক্তি হিসেবে নয়, পবিত্র আত্মা একজন ব্যক্তি স্বরূপ কর্ম করেন। নিম্নলিখিত সব কিছু তিনি করতে পারেনঃ

১। **তিনি শিক্ষা দান এবং স্মরণ করাতে পারেনঃ** "কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন" (যোহন ১৪:২৬)।

২। **তিনি সাক্ষ্য দান করেনঃ** "যাঁহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আইসেন—যখন সেই সহায় আসিবেন—তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন" (যোহন ১৫:২৬)।

৩। **তিনি সত্যে পরিচালনা করেনঃ** "পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন" (যোহন ১৬:১৩এ)।

৪। **তিনি কথা বলেনঃ** "কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না" (যোহন ১৬:১৩বি; আরও দেখুন প্রেরিত ৮:২৯; ১১:১২; ১তীম ৪:১)।

৫। **তিনি শ্রবণ করেনঃ** "যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন" (যোহন ১৬:১৩সি)।

৬। **তিনি উদ্ঘাটন করেনঃ** "আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন" (যোহন ১৬:১৩ডি)।

৭। **তিনি নিষেধ করেনঃ** "তাঁহারা ফরুগিয়া ও গালাতীয়া দেশ দিয়া গমন

করিলেন, কেননা এশিয়া দেশে বাক্য প্রচার করিতে পবিত্র আত্মা কর্তৃক নিবারিত হইয়াছিলেন" (প্রেরিত ১৬:৬)।

৮। **তিনি জীবন দান করেনঃ** "যিনি মৃত-গনের মধ্যে হইতে খ্রীষ্ট যীশুকে উঠাইলেন, তিনি তোমাদের অন্তরে বাসকারী আপন আত্মা দ্বারা তোমাদের মর্ত্য দেহকেও জীবিত করিবেন" (রোমীয় ৮:১১বি)।

৯। **তিনি প্রকাশ করেনঃ** "কারণ আমাদের কাছে ঈশ্বর তাঁহার আত্মা দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন" (১করি ২:১০এ; আরও দেখুন ইফি ৩:৩-৫)।

১০। **তিনি অনুসন্ধান করেনঃ** "কেননা আত্মা সকলই অনুসন্ধান করেন, ঈশ্বরের গভীর বিষয় সকলও অনুসন্ধান করেন" (১করি ২:১০বি)।

১১। **তিনি প্রতিজ্ঞা করেনঃ** "যেন অব্রাহামের প্রাপ্ত আশীর্বাদ খ্রীষ্ট যীশুতে পরজাতিগণের প্রতি বর্তে, আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা অঙ্গীকৃত আত্মাকে প্রাপ্ত হই" (গালা ৩:১৪; প্রেরিত ২:৩৩ দেখুন)।

১২। **তিনি সহভাগিতা রাখেনঃ** "প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ও ঈশ্বরের প্রেম, এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সহবর্তী হউক" (২করি ১৩:১৪; ফিলি ২:১ দেখুন)।

১৩। **তিনি মধ্যস্থ করেনঃ** "আর সেইরূপে আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় সাহায্য করেন; ..., কিন্তু আত্মা আপনি অবক্তব্য আর্তস্বর দ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন। ..., কারণ ইনি পবিত্রগণের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই অনুরোধ করেন" (রোমীয় ৮:২৬,২৭)।

১৪। **তিনি নির্দেশনা দেন ও ভাববানী করেনঃ** "... খ্রীষ্টের আত্মা, যিনি তাঁহাদের অন্তরে ছিলেন, তিনি যখন খ্রীষ্টের জন্য নিরূপিত বিবিধ দুঃখভোগ ও তদনুবর্তী গৌরবের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছিলেন, তখন তিনি কোন ও কি প্রকার সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন" (১পিতর ১:১১)।

১৫। **তিনি আহবান করেনঃ** "আর আত্মা ও কন্যা কহিতেছেন, আইস" (প্রকা ২২:১৭এ)।

১৬। **তিনি পরিচালনা দিয়ে থাকেনঃ** "যীশু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইয়া যর্দন হইতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত সেই আত্মার আবেশে প্রান্তরের মধ্যে চালিত হইলেন" (লূক ৪:১); "কেননা যত লোক ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র" (রোমীয় ৮:১৪)।

একজন ব্যক্তিই শুধুমাত্র এই ধরনের কর্ম করতে পারেন, যাহা

কোন একটি শক্তি করতে পারেনা। অতত্রব পবিত্র আত্মাকে একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখতে হবে।

তাহার প্রতি অবহেলা হতে পারে

পবিত্র আত্মার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হতে পারে, এক কথা প্রকাশ করতে যে শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তাহা সাধারণ একজন ব্যক্তির প্রতিই ব্যবহার করা যায়, তাহা একটি শক্তির প্রতি বা জড় পদার্থের প্রতি ব্যবহার করা যায় না। তাহার প্রতি নিম্নোক্তভাবে অবহেলা করা হতে পারেঃ

১। তাহার প্রতি নিন্দা করা হতে পারেঃ "এই কারণ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মনুষ্যদের সকল পাপ ও নিন্দার ক্ষমা হইবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার নিন্দার ক্ষমা হইবে না। আর যে কেহ মনুষ্য-পুত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা কহে, সে ক্ষমা পাইবে; কিন্তু যে কেহ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা কহে, সে ক্ষমা পাইবে না, ইহকালেও নয়, পরকালেও নয়" (মথি ১২:৩১,৩২)।

২। তাহার কাছে মিথ্যা কথা বলা হতে পারেঃ "তখন পিতর কহিলেন, অননিয়, শয়তান কেন তোমার হৃদয় এমন পূর্ণ করিয়াছে যে, তুমি পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বলিলে" (প্রেরিত ৫:৩এ)।

৩। তাহাকে প্রতিরোধ করা হতে পারেঃ "হে শক্তগ্রীবেরা এবং হৃদয়ে ও কর্ণে অচ্ছিন্নত্বকেরা, তোমরা সর্বদা পবিত্র আত্মার প্রতিরোধ করিয়া থাক" (প্রেরিত ৭:৫১এ)।

৪। তাহাকে দুঃখিত করা হতে পারেঃ "আর ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করিও না, যাঁহার দ্বারা তোমরা মুক্তির দিনের অপেক্ষায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে" (ইফি ৪:৩০)।

৫। তাহাকে অপমান করা হতে পারেঃ "... অনুগ্রহের আত্মার অপমান করিয়াছে" (ইব্রীয় ১০:২৯)।

৬। তাহাকে নির্বাপিত করা হতে পারেঃ "আত্মাকে নির্বাপিত করিও না" (১থিষ ৫:১৯)।

এই উক্তি গুলি, যাহা পবিত্র আত্মার প্রতি কিরূপ অবহেলা হতে পারে তাহা প্রমাণ করে যে, তিনি একজন ব্যক্তি। কোন শক্তি অথবা ক্ষমতাকে কখনই উপরের উক্তি দিয়ে বোঝানো হতে পারে না, একমাত্র কবিতা বা রূপক অর্থ ব্যতিরেকে। এই পদগুলির প্রসঙ্গটি ইঙ্গিত করে না যে ভাষাটি হল রূপক।

তাহার পৃথক অস্তিত্ব আছে

অন্য ভাবে দেখা যায় যে, পবিত্র আত্মা শুধু মাত্র পিতা ও পুত্রের প্রকৃতি এবং চরিত্রই ব্যবহার করে না কিন্তু তাহারও আলাদা ও পৃথক একটি অস্তিত্ব আছে।

তাহাকে যীশুর উপরে প্রেরণ করা হয়েছিল, যখন তিনি বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন (যোহন ১:৩৩) যখন পুত্র জলে বাপ্তিস্ম নিয়ে উপরে আসলেন আত্মা তাহার উপরে নেমে আসলেন এবং পিতা স্বর্গ হতে কথা বললেন (মথি ৩:১৬,১৭ লূক ৩:২১,২২) পিতা স্বর্গে থাকলেন, পুত্র পৃথিবীতে এবং আত্মা যীশুর সাথে বাস করলেন।

যদি কেহ যীশুর প্রতি মন্দ কথা বলে তবে তাহার ক্ষমা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা বললে তাহার ক্ষমা হবে না। (মথি ১২:৩২) কি করে একজন যীশুর বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নয়, যদি তাহারা উভয়ই একই ব্যক্তি হয়ে থাকেন? এই শিক্ষায়, যীশু বুঝতে পেরেছেন যে, তাহারা আলাদা।

লূক ৪:১ পদে বলেছে যে, যীশু পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন, যেমন অন্যদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে উহারা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ (প্রেরিত ৬:৩,৫; ৭:৫৫; ১১:২৪)। নিশ্চয়ই, সকলেই এক মত প্রকাশ করবেন যে, প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণীর এই সব পদ গুলিতে যাহারা পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত ছিল, তাহারা ও পবিত্র আত্মা একই ব্যক্তি নয়। যীশু ও পবিত্র আত্মাকেও অবশ্যই আলাদা করে দেখতে হবে।

যোহন লিখেছেন যে, পবিত্র আত্মা তখনও দেয়া হয় নাই (যোহন ৭:৩৯)। কারণ যীশু তখনও গৌরবান্বিত হন নাই। একই কথা বলা হয়েছিল যখন যীশু এই পৃথিবীতে প্রেরিতদের সাথে ছিলেন। যদি ওই সময়ে তাহাকে পবিত্র আত্মা দেয়া না হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই যীশু ছাড়া পবিত্র আত্মা অন্য কেহ ছিলেন।

যোহন ১৪:২৬ পদে, যীশু বলেছিলেন যে, তিনি প্রেরিতদের জন্য একজন সাহায্যকারী পাঠাবেন, যাহা (যোহন ১৪:১৬ অনুসারে) পবিত্র আত্মা ছিল। যদি যীশু নিজেই পবিত্র আত্মা হয়ে থাকেন তবে

কি ভাবে "অন্য একজন" সাহায্যকারী পাঠাবেন? সেইমত, পবিত্র আত্মা কিভাবে "অন্য একজন" সাহায্যকারী হতে পারে যদি তিনি ও যীশু একই ব্যক্তি হয়ে থাকেন?

যীশু বলেছিলেন যে তিনি যতক্ষণ চলে না যাবেন ততক্ষণে আত্মাকে প্রেরণ করিবেন না (যোহন ১৬:৭)। তিনি আরও বলেছেন যে আত্মা নিজে থেকে কিছু বলবেন না, কিন্তু যাহা তিনি যীশুর কাছ থেকে শ্রবণ করবেন (যোহন ১৬:১৩) তাহাই বলবেন। যীশু ও পবিত্র আত্মার সম্পর্কে নতুন নিয়মে তথ্যে দেখা যায় যে তাহারা দুটি স্বাধীন স্বর্গীয় ব্যক্তি।

তিনি হলেন ঐশ্বরিক

পিতা ও পুত্রের সাথে পবিত্র আত্মাকে উল্লেখ করা হয়েছে, তাহারা সমান, একই পদমর্যাদা সম্পন্ন। সকলকে পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মার নামের দ্বারা বাপ্তিস্ম নিতে হবে (মথি ২৮:১৯)। পৌল ঐ তিন সত্তাকে একত্রে ব্যবহার করেছেন এমন ভাবে যেন সকলে সমান মর্যাদার (২করি ১৩:১৪): "প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ও ঈশ্বরের প্রেম, এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সহবর্তী হউক"। আত্মা, যিনি ঈশ্বর ("পিতা"; ১ম করি ৮:৬)এবং প্রভু ("যীশু"; ১করি ৮:৬) হলেন তাহারা যাহারা আধ্যাত্মিক দান নিয়ন্ত্রণ করেন (১ম করি ১২:৪-৬) যাহা আত্মার ইচ্ছানুসারে দেয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে (১করি ১২:১১)।[1]

[1]পবিত্র আত্মার আশ্চর্য্য কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। ১করি ১৩:৮-১৩ পদের ঘোষনার জন্য এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। ১করিন্থীয়ের তিনটি অধ্যায়ে আমরা আশ্চর্য্য কাজের বিষয়ে পৌলের আলোচনা দেখতে পাই (১২-১৪)। এই আলোচনার মধ্যখানে, তিনি উল্লেখ করেন যে, যেকোন আশ্চর্য্য কাজের চেয়েও প্রেম হল অধিক গুরুত্বপুর্ন (১৩:১-৩)। এর পরে তিনি প্রেমের বর্ননা দিয়েছেন (১৩:৪-৭)। অধ্যায়ের শেষাংষে (১৩:৮-১৩), তিনি দেখালেন যে প্রেম, গুরুত্বপুর্ন দান, এবং আশ্চর্য্য কাজের দান অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হবে। পৌল বলেছিলেন, "কিন্তু যদি ভাববানী থাকে, তাহার লোপ হইবে; যদি বিশেষ বিশেষ ভাষা থাকে, সেই সকল শেষ হইবে; যদি (আশ্চর্য্য দানের) জ্ঞান থাকে, তাহার লোপ হইবে।" এই দানের কারনে পৌল বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, "কেননা আমরা কতক অংশে জানি, এবং কতক অংশে ভাববানী বলি; কিন্তু যাহা পূর্ণ তাহা

নতুন নিয়ম সম্পূর্ণ দৃঢ় ও পরিষ্কার ভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, পিতা, পুত্র, এবং পবিত্রআত্মা পৃথক, একই প্রকৃতির একক স্বর্গীয় সত্তা। তাহারা একে অপরের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে এবং মানব সেবার জন্য যুক্ত হয়েছে।

যে সব গুণাবলী একমাত্র ঈশ্বরেরই আছে সেই সকল গুণাবলী পবিত্র আত্মার জন্যও বর্ণিত হয়েছে। পাঁচটি গুণাবলী যাহা পিতা ও পুত্রের সাথে তিনি সহভাগিতা করেন তাহা লক্ষ্য করুনঃ

১। তিনি অনন্তকালীনঃ নিম্নে উল্লেখিত উক্তি হল বাইবেলের উক্তি যাহাতে অনন্ত কালীন প্রকৃতি দেখানো হয়েছেঃ (১) পবিত্র আত্মার প্রতি– "তবে, যিনি অনন্ত-জীবী আত্মা দ্বারা নির্দোষ বলিরূপে আপনাকেই ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই খ্রীষ্টের রক্ত তোমাদের বিবেককে মৃত ক্রিয়াকলাপ হইতে কত অধিক নিশ্চয় শুচি না করিবে, যেন তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পার" (ইব্রীয় ৯:১৪)। (২) পিতার প্রতি– "তোমার সিংহাসন পূর্বাবধি অটল; অনাদিকাল হইতে তুমি বিদ্যমান" (গীত ৯৩:২)। (৩) যীশুর প্রতি– "যীশু খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য এবং অনন্তকাল যে, সেই আছেন" (ইব্রীয় ১৩:৮); "কারণ এইরূপে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রচুর রূপে তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে" (২পিতর ১:১১)।

২। তিনি সবকিছুই জানেনঃ এই জ্ঞানের কথা বাইবেলে উল্লেখ করেছে– (১) পবিত্র আত্মার প্রতি– "কারণ আমাদের কাছে ঈশ্বর তাঁহার আত্মা দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, কেননা আত্মা সকলই অনুসন্ধান করেন, ঈশ্বরের গভীর বিষয়

আসিলে, যাহা অংশমাত্র তাহার লোপ হইবে" (৯,১০ পদ)। এই সকল আশ্চর্য্য দানের সমাপ্ত হবে যখন "যাহা পূর্ন তাহা আসিবে।"

যেহেতু "পূর্ন" অর্থ হল "সম্পুর্নতা প্রাপ্ত হওয়া," সেহেতু উহা "অংশমাত্রের" বিপরিতে থাকে। "অংশমাত্র" হল, আশ্চর্য্য কাজের জ্ঞান এবং ভাববানী, যাহা মৌখিক ভাবে ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশ করে। ইহা হল সবচেয়ে স্বাভাবিক, বুঝতে হবে যে সম্পুর্নতা অথবা "পূর্নতা" হল নতুন নিয়মের লিখিত প্রমানের মাধ্যমে মানুষের জন্য সম্পুর্ন প্রকাশ। ঈশ্বরের ইচ্ছার এই সম্পুর্ন প্রকাশ, "পবিত্রগনের কাছে একবারে সমর্পিত বিশ্বাসের পক্ষে" (যিহুদা ৩), প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে সাধারন ভাবে সকলার হস্তগত হয়েছিল। যখন "যাহা পুর্ন" তাহা উপস্থিত হয়েছিল, তখন "অংশমাত্র" বিলুপ্ত হয়েগেল। যেহেতু নতুন নিয়ম ঈশ্বরের সম্পুর্ন ইচ্ছার নথিভুক্ত করেছে (২তিম ৩:১৬,১৭; ২পিত ১:৩), সেহেতু নতুন কিছু প্রকাশের জন্য আশ্চর্য্য কাজের দানের প্রয়োজন আর থাকলো না। (Phil Sanders, "Does Anyone Have Miraculous Gifts Today?" *Truth for Today* [April 1995]: 49.)

সকলও অনুসন্ধান করেন" (১করি ২:১০)। (২) **পিতার প্রতি**– "আর তাঁহার সাক্ষাতে কোন সৃষ্ট বস্তু অপ্রকাশিত নয়; কিন্তু তাঁহার চক্ষুর্গোচরে সকলই নগ্ন ও অনাবৃত রহিয়াছে, যাঁহার কাছে আমাদিগকে হিসাব দিতে হইবে" (ইব্রীয় ৪:১৩)। (৩) **যীশুর প্রতি**– "কিন্তু যীশু আপনি তাহাদের উপরে আপনার সম্বন্ধে বিশ্বাস করিলেন না, কারণ তিনি সকলকে জানিতেন, এবং কেহ যে মনুষ্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, ইহাতে তাহার প্রয়োজন ছিল না; কেননা মনুষ্যের অনন্তরে কি আছে, তাহা তিনি নিজে জানিতেন" (যোহন ২:২৪,২৫)।

৩। **তিনি সর্বশক্তিমানঃ কতগুলি বাইবেলের উক্তি, তাহার সব কিছুর উপরে ক্ষমতার কথা, আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ** (১) **পবিত্র আত্মার প্রতি**– "পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে" (লূক ১:৩৫বি); "তখন যীশু আত্মার পরাক্রমে গালীলে ফিরিয়া গেলেন" (লূক ৪:১৪এ); "কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে" (প্রেরিত ১:৮এ)। (২) **ঈশ্বরের প্রতি**– "কেননা ঈশ্বরের কোন বাক্য শক্তিহীন হইবে না" (লূক ১:৩৭)। (৩) **যীশুর প্রতি**– "... 'স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে' " (মথি ২৮:১৮)।

৪। **তিনি সর্বত্র বর্তমানঃ সর্বত্র বর্তমান থাকার ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে** (১) **পবিত্র আত্মার প্রতি**– "আমি তোমার আত্মা হইতে কোথায় যাইব?" (গীত ১৩৯:৭এ)। (২) **পিতার প্রতি**– "কিন্তু ঈশ্বর কি সত্য সত্যই পৃথিবীতে বাস করিবেন? দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ তোমাকে ধারণ করিতে পারে না" (১রাজা ৮:২৭এ); "এমন গুপ্ত স্থানে কি কেহ লুকাইতে পারে যে, আমি তাহাকে দেখিতে পাইব না? আমি কি স্বর্গ ও মর্ত্য ব্যাপিয়া থাকি না? ইহা সদা-প্রভু কহেন" (যির ২৩:২৪)। (৩) **যীশুর প্রতি**– "দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি" (মথি ২৮:২০বি)।

৫। **তাহার সৃষ্টি শক্তি আছেঃ বাইবেলের এই উক্তিগুলি চিত্রায়িত করেছে ঈশ্বরত্বের সকল সদস্যকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে**– (১) **পবিত্র আত্মার প্রতি**– "ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন" (আদি ১:২)। (২) **পিতার প্রতি**– "তিনি নিজ শক্তিতে পৃথিবী গঠন করিয়াছেন। নিজ জ্ঞানে জগৎ স্থাপন করিয়াছেন, নিজ বুদ্ধিতে আকাশমণ্ডল বিস্তার করিয়াছেন" (যির ৫১:১৫)। (৩) **যীশুর প্রতি**– "স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যাহা কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে" (কল ১:১৬)।

উপসংহার

পবিত্র আত্মাকে বর্ণনা করা হয়েছে সেই উক্তি দিয়ে যে উক্তি ঈশ্বরের প্রতি ব্যবহার করা হয়েছে। এই উক্তিগুলি হতে আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে, পবিত্র আত্মা, পিতা এবং পুত্রের সাথে একই ঐশ্বরিক প্রকৃতি সহভাগিতা করেন এবং তিনি পিতা ও পুত্রের সাথে এক, কিন্তু তিনি হলেন পৃথক ব্যক্তি সত্তা। তিনি হলেন বাইবেলের একজন অপরিহার্য এবং কেন্দ্রীয় ব্যক্তি।

অধ্যয়ন সহায়ক প্রশ্নাবলী

(উত্তর পাওয়া যাবে 240 পৃষ্ঠায়)

১। ব্যাখ্যা করুন কেন প্রশ্ন করা হবে, "পবিত্র আত্মা কে? কিন্তু পবিত্র আত্মা কি তাহা নয়?"

২। কোন পাঁচটি গুনাবলী প্রকাশ করে যে, পবিত্র আত্মা একজন জীবন্ত ব্যক্তি?

৩। পবিত্র আত্মাকে অবহেলা করা হতে পারে, এই উক্তিটি কিভাবে প্রমাণ করে যে তিনি একজন ব্যক্তি?

৪। পিতা ও পুত্রের সাথে পবিত্র আত্মা, কোন কোন গুনাবলী সহভাগিতা করে?

বাক্য সহায়ক শব্দাবলী

গুনাবলীঃ স্বাভাবিক গুন, ধর্ম অথবা চরিত্র। রোম ১:২০ পদে বলেছে, "ফলতঃ তাঁহার অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিকাল অবধি তাঁহার বিবিধ কার্যে বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে, এই জন্য তাহাদের উত্তর দিবার পথ নাই।"

আশ্চর্য কাজের দানঃ ঈশ্বর দত্ত যোগ্যতা, যেমন পরভাষা বলা, সুস্থ করা এবং ভাববানী বলা- উহা নতুন নিয়ম লেখা সমাপ্ত হবার পূর্বে প্রাথমিক মণ্ডলীকে দেয়া হয়েছিল। এই দান আর প্রয়োজন নেই অথবা পাওয়া যাবে না। দেখুন ইফি ৪:৫ এবং মথি ২৮:১৮-২০।

পবিত্র আত্মার কর্ম যাহা খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে বর্তমান আছে

১। তিনি আমাদের পাপের ব্যবস্থা এবং মৃত্যু থেকে স্বাধীন করেন (রোম ৮:২-৮)।
২। তিনি আমাদের পুনরুত্থিত করবেন (রোম ৮:১১)।
৩। তিনি আমাদের প্রার্থনায় সহায়তা করেন (রোম ৮:২৬; ইফি ৬:১৮)।
৪। তিনি আমাদের পক্ষে মধ্যস্থতা করেন (রোম ৮:২৬,২৭)।
৫। তিনি আমাদের পরিচালনা করেন (রোম ৮:১৪)।
৬। উদ্ধারের দিনের জন্য তিনি আমাদের মুদ্রাঙ্কিত করেন (২করি ১:২২; ইফি ১:১৩,১৪; ৪:৩০)।
৭। আমাদের সাথে তার সহভাগিতা আছে (২করি ১৩:১৪)।
৮। তিনি পিতার কাছে আমাদের উপস্থিত করেন (ইফি ২:১৮)।
৯। আভ্যন্তরীণ ব্যক্তিকে (হৃদয়ে) তিনি শক্তি যোগান (ইফি ৩:১৬)।
১০। তিনি ঐক্যতা দান করেন (ইফি ৪:৩)।
১১। আমাদের পবিত্রতা দান করেন (২থিষা ২:১৩)।